পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১৫শ সংখ্যা, শয়ন একাদশী,
৪ঠা জুলাই, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত শ্লোকাবলীর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তিহীন বর্ণাশ্রম বৃথা শ্রম মাত্র –

শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.৮

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অনুবাদ – স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।

তাৎপর্য – মানুষের বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন রকমের ধর্ম রয়েছে। জড় বিষয়াসক্ত যে মানুষ তার স্থূল জড় শরীরটির উর্ধ্বে আর কিছুই দর্শন করতে পারে না, আর কাছে তার ইন্দ্রিয়ের অতীত আর কিছুই নেই। তাই তার বৃত্তিগত কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত ও প্রসারিত স্বার্থপরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রীভূত স্বার্থপরতা দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে-যা সাধারণত নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যে দেখা যায়; আর প্রসারিত স্বার্থপরতা মানব সমাজে দেখা যায় এবং তা পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে স্থূল দেহের বিষয়গত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রসারিত হয়। এই সমস্ত স্থূল জড়বাদীদের উর্ধ্বে রয়েছে মনোধর্মীরা, যারা তাদের মনোরাজ্যে বিচরণ করে এবং তাদের বৃত্তিগত কার্যকলাপ হচ্ছে কবিতা রচনা করা বা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করা, যেগুলি হচ্ছে দেহ এবং মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বার্থপরতা। কিন্তু এই দেহ এবং মনের উর্ধ্বে অবস্থান করছেন সুপ্ত আত্মা, দেহে যাঁর অনুপস্থিতির ফলে দেহগত এবং মনোগত স্বার্থপরতাই অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আত্মার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই।
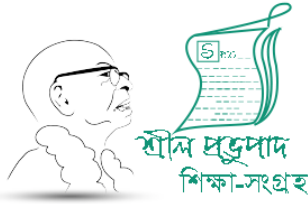
যেহেতু মূর্খ মানুষদের আত্মা সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই এবং যেহেতু তারা জানে না যে আত্মা দেহ এবং মনের অতীত, তাই তারা তাদের বৃত্তি অনুসারে কর্ম করেও তৃপ্ত হতে পারে না। আত্মার তৃপ্তি বা প্রসন্নতা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন এখানে করা হয়েছে। আত্মা স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মনের অতীত। দেহ এবং মনকে সক্রিয় করে আত্মা। সুপ্ত আত্মার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে শুধুমাত্র দেহ এবং মনের চাহিদাগুলি মিটিয়ে কখনই সুখী হওয়া যায় না। দেহ এবং মন হচ্ছে বাহ্যিক আবরণ। আত্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আত্মার প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে। একটি পাখির খাঁচা পরিষ্কার করে যেমন পাখিটিকে আনন্দ দান করা যায় না, তেমনই দেহ এবং মনের প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে আত্মাকে আনন্দ দান করা যায় না। পাখিটিকে আনন্দ দান করতে হলে যেমন তার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে জানতে হবে, ঠিক তেমনই আত্মাকে আনন্দ দান করতে হলে আত্মার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত হতে হবে।

আত্মার প্রয়োজন হচ্ছে এই জড় জগতের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। সে চায় এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলি ভেদ করে বেরিয়ে যেতে। সে চায় মুক্তির আলোক এবং মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে। সেই মুক্তি সে তখনই লাভ করতে পারে, যখন সে পূর্ণ আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়। সকলের হৃদয়েই ভগবানের প্রতি সুপ্ত প্রেম রয়েছে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় বস্তুর প্রতি জীবের যে আসক্তি, তা জড় দেহ এবং মনের মাধ্যমে চিন্ময় ভগবৎ-প্রেমেরই বিকৃত প্রকাশ। তাই আমাদের স্বধর্মপরায়ণ হতে হবে, যাতে আমরা আমাদের হৃদয়ে দিব্য চেতনার বিকাশ করতে পারি। তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে, এবং যে ধর্ম বা বৃত্তিগত কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আসক্তির উদয় হয় না, তাকে এখানে 'শ্রম এব হি কেবলম্‌' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, অন্য সমস্ত ধর্ম (তা সে যে মতবাদের অন্তর্গত হোক্ না কেন) আত্মাকে মুক্তিদান করতে পারে না। এমন কি মুক্তিকামীদের কার্যকলাপও অর্থহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কেন না তারা সমস্ত মুক্তির উৎস যে মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারছে না। স্থূল জড়বাদীরা দেখতে পায় যে, তাদের সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয়গুলি সময় এবং স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা সে এই জগতেই হোক অথবা অন্য জগতেই হোক; এমন কি সে যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, সেখানেও সে তার অতৃপ্ত আত্মার আবাস-স্বরূপ কোন নিত্য স্থিতি লাভ করতে পারে না। অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি-সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা।

ভগবানের নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন –

শ্রীমদ্ভাগবত ১.১.১৪

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্‌।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্‌ ॥

অনুবাদ – জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন।

তাৎপর্য – বাসুদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, সবকিছুর পরম নিয়ন্তা। এই জগতে এমন কেউ নেই যিনি সর্বশক্তিমান ভগবানের ভয়ে ভীত নন। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি বহু বড় বড় অসুর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী জীব, কিন্তু তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল। সর্বশক্তিমান বাসুদেব তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সবকিছুই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সব কিছুর যথার্থ পরিচয় তাঁরই মধ্যে বর্তমান। এখানে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং ভয় অর্থাৎ মহাকাল শ্রীকৃষ্ণের নামকে ভয় করেন। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। তাই শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো সর্বশক্তিমান। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই যে কেউই মহা বিপদেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। বিবশ হয়ে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, বাধ্য হয়েও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তা তাঁকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে।

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদ্গীতা – ৭ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর)

প্রভুপাদঃ ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে,

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

ঈশ্বরঃ পরমঃ। ঈশ্বর, ঈশ্বর মানে ভগবান। এখন, বিভিন্ন ভগবান রয়েছেন, বিভিন্ন ভগবানের মাত্রা রয়েছে। ভগবান মানে নিয়ন্তা বা সত্ত্বাধিকারী। সুতরাং, আপনার কিছু প্রভুত্ব আছে আপনার পারিপার্শ্বের উপর। উনার কিছু প্রভুত্ব আছে। আমার কিছু প্রভুত্ব আছে। উনার কিছু প্রভুত্ব আছে অথবা রাষ্ট্রপতি জনসন, উনার কিছু প্রভুত্ব আছে। এভাবে আপনি বিভিন্ন মাত্রায় প্রভুত্ব খুঁজে পাবেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে পরম, পরমোৎকৃষ্ট মাত্রার ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ। তাঁর উর্ধ্বে আর কোন ভগবান নেই। এখানে আমরা নিরূপণ করতে পারি যে, আপনি আমার থেকে বড় ভগবান, তিনি আপনার থেকে বড় এবং কেউ উনার থেকে বড়। এভাবে আপনি জনসনের প্রভুত্ব নিরূপণ করতে পারেন। তারপর আপনি অন্য ব্যাক্তিকে নিরূপণ করতে পারেন। তিনি জনসন থেকেও অধিক; অন্যজন, জনসন থেকেও অধিক, এখন। কিন্তু আপনি যখন এভাবে বিশ্লেষণীয় পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছবেন, আপনি দেখবেন যে, তাঁর উর্ধ্বে কেউ নেই, শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ কেউ নেই। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। (হাস্য) আমাদের অবশ্যই ... যদি আমরা সহমত না হই, সেটি আমাদের জন্য উপকারী হবে না। যখন একজন বিখ্যাত ব্যাক্তি কিছু বলেন ... এবং তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তিনি বলছেন যে আমরা সবাই স্বতন্ত্র ব্যাক্তি। আমরা সবাই স্বতন্ত্র ব্যাক্তি। এটি বৈদিকশাস্ত্রে নিশ্চিত হয়েছে। নিত্য নিত্যানাম্ চেতনস্ চেতনানাম্ (কঠ উপনিষদ ২.২.১৩) নিত্য নিত্যানাম্। নিত্য মানে চিরস্থায়ী। আমরা সবাই চিরস্থায়ী। এটি বহুবচন। সুতরাং সমস্ত চিরস্থায়ী জীবের মধ্যে, তিনি মুখ্য। এটি হচ্ছে ভগবানের সংজ্ঞা, লিপিবদ্ধ রয়েছে... নিত্য নিত্যা। চেতনানাম্ নিত...চেতনস্ চেতনানাম্: "আমরা সবাই চেতন, চেতন। তিনি পরম চেতন। এখন, যদিও, সেখানে কিছু সংখ্যক যোগ শিক্ষার বিদ্যালয় রয়েছে। আমেরিকাতেও খুঁজে পাবেন। তারা ভগবানে বিশ্বাস করে না। কিন্তু সত্যিকারে নয় যে... যোগশাস্ত্র ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। ভগবান আছেন।

এখন, শুধুমাত্র অবহিত করার জন্য বলছি, আমি এইমাত্র কলকাতা বিশবিদ্যালয়ের দুইজন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ ক্রয় করেছি। এই গ্রন্থেরর নাম ভারতীয় দর্শনের উপস্থাপনা। এখন তিনি বলেন, "তিনি বলেন" মানে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি বিভিন্ন দর্শন অধ্যয়ন করে প্রত্যেক পন্থার সংক্ষিপ্ত ধারনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

এখন, দেখুন: "যোগশাস্ত্রে ভগবানের অবস্থান... যোগশাস্ত্রে ভগবানের অবস্থান সাংখ্য থেকে ভিন্ন করা হয়েছে যে, যোগ হচ্ছে আস্তিক্যবাদ। "যোগশাস্ত্র বিখ্যাত প্রামাণ্য ভগবান পতঞ্জলি কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। আপনি দেখেছেন? এখন তারা অধ্যয়ন করেছে। এখানে দুইজন ব্যাক্তি। এবং এই গ্রন্থ অত্যন্ত প্রামাণিক। এটি ৬ষ্ঠ সংস্করণ। দেখুন। বিশ্বের সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি বিপুল বিক্রিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রামাণিক একটি গ্রন্থ। এবং এই ড. চ্যাটার্জী ও ড. দত্ত কোন সাধারন ব্যাক্তি নন। এটি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এবং তারা প্রামাণিক ব্যাক্তি। এখন, ঠিক...আমি তার ভাষ্য পড়ছিলাম। তিনি কি বলেন ? যোগপদ্ধতি । এখন, "যেহেতু সাংখ্য থেকে ভিন্ন, যোগ আস্তিকতামূলক।" যোগপন্থা আস্তিকতামূলক। আস্তিকতামূলক মানে ভগবানে বিশ্বাস করা। (এখান হতে শ্রীল প্রভুপাদ পরবর্তী চার পৃষ্ঠা মূলত ভারতীয় দর্শন গ্রন্থ হতে পাঠ করেছেন) এটি ভগবানের বাস্তবিক ও তাত্ত্বিক অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। পতঞ্জলী নিজে, যদিও, দর্শনের তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। উনার নিকট, ভগবানের তাত্ত্বিক হতে বাস্তবিক মূল্যবোধ অধিক ছিল। এটি হচ্ছে পতঞ্জলীর ভাষ্য। বোঝা গেল? ভগবানের প্রতি ভক্তিকে অত্যধিক বাস্তবিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয় যেহেতু এতে আংশিক যোগাভ্যাস হয়। যারা যোগাভ্যাস করেন, তারা অবশ্যই ভগবানের ভক্ত হবেন। অন্যথায়, যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বোঝা গেল ? সুতরাং, যেহেতু এতে আংশিক যোগাভ্যাস হয় এবং চূড়ান্ত অর্জন সমাধি যোগ বা মনকে নিয়ন্ত্রনের একটি উপায়... ঐ যোগ চিত্ত-নিরুদ্ধ। সমগ্র যোগাভ্যাসের মূল উদ্দেশ্য মন নিয়ন্ত্রন। এখন, পতঞ্জলী পদ্ধতি, ভগবানের প্রতি ভক্তি ব্যাতিরেকে যোগের কোন সফলতা নেই। পরবর্তী ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার... সমস্যা হচ্ছে, মূল লেখনীর ভুল ব্যাখ্যা পাঠকদের বিভ্রান্ত করে। বোঝা গেল ? সুতরাং তাঁরা... যোগের পরবর্তী ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকাররাও ভগবানের তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছেন এবং ভগবানের প্রকৃতির অনুমান নির্ভর সমস্যা এবং ভগবানের অস্তিত্ব আলোচনা করেছেন। তারা অনুমান নির্ভর ভাবে বাস্তব গ্রহণ করে। কিন্তু, পতঞ্জলী, বাস্তবিকভাবে গ্রহণ করে যে, ভগবানের প্রতি ভক্তি ছাড়া যোগের কোন সফলতা নেই। তাহলে দিব্য ইচ্ছায় যোগপন্থার তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক আকর্ষণ রয়েছে। যোগ অনুযায়ী, ভগবান হচ্ছেন পরম ব্যাক্তি। এখন দেখুন। এটি প্রামাণিক বিবৃতি। একজন পরম ব্যাক্তি। আপনি কি কখনও শুনেছেন...? আপনি অনেক যোগ সম্প্রদায়ে ছিলেন। কখনও কি শুনেছেন ভগবান পরম ব্যাক্তি ? এখন দেখুন। যোগ অনুসারে, ভগবান পরম ব্যাক্তি যিনি সকল স্বতন্ত্র সত্তা ও ত্রুটির উর্ধ্বে। এখন, একই বিষয়, ভগবদগীতাতেও, ভগবান কৃষ্ণ, তিনি, তিনি বলছেন। তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ বা অতীত সম্পর্কে জ্ঞাত করাচ্ছেন কারণ তিনি নিখুঁত। তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ দুইই দেখতে পারেন। কারণ আমরা নিখুঁত নই, কারণ আমরা জানি না... এখন, এটি স্বীকার করে যে আপনি বিদ্যমান ছিলেন, আপনার, ভবিষ্যতে... মনে করুন আপনার বয়স ৩৪ বৎসর, ৩৫ বৎসর। আপনি কি বলতে পারেন ৩৬ বৎসর পূর্বে আপনি কোথায় ছিলেন ? আপনি তা পারেন না। অথবা মনে করুন আপনি শত বৎসর ধরে জীবিত আছেন। আপনি কি বলতে পারেন শত বৎসর পরে কোথায় থাকবেন?আপনি তা বলতে পারেন না কারণ আপনি ত্রুটিপূর্ণ, আপনি ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং ভগবান ত্রুটিপূর্ণ নন। ভগবান নিখুঁত ব্যাক্তি। এখানে যোগপন্থাও তা গ্রহণ করে। যোগ অনুযায়ী, ভগবান পরম ব্যাক্তি যিনি সকল স্বতন্ত্রতার উর্ধ্বে... স্বতন্ত্র, এখন আপনি দেখছেন স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে। প্রত্যেক, প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্র। যে, এই নির্দিষ্ট জগত, ঐ স্বতন্ত্র সত্তা এবং সকল ত্রুটি হতে মুক্ত। এবং যেহেতু তিনি সকল ত্রুটি হতে মুক্ত, তাঁর বিবৃতিও ত্রুটিমুক্ত। এবং আমাদের অবশ্যই স্বীকার করা উচিত, যেহেতু আমি ত্রুটিযুক্ত আমার বিবৃতিও ত্রুটিযুক্ত। আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন ধারনা নেই। কিভাবে বলতে পারি যে আপনি ভবিষ্যতে এমন হবেন অথবা অতীতে এমন ছিলেন ? আমি বলতে পারি না। তাহলে, যিনি ত্রুটিমুক্ত, যিনি অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমান ভাবে জ্ঞাত এবং যার কোন ত্রুটি নেই, তিনি বলতে পারেন।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)